উৎসর্গ

****দেবীসম মাতা**
শ্রীমতী ইতি মণ্ডল-এর সমীপে**

এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি অনুভূতিতে, প্রতিটি নীরব দীর্ঘশ্বাসে মিশে আছে আপনার স্নেহ, ত্যাগ, আশীর্বাদ ও অকৃত্রিম ভালোবাসার অমলিন স্পর্শ।

আপনি আমাকে শিখিয়েছেন মানুষের পাশে দাঁড়াতে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে কথা বলতে, দুঃখকে শক্তিতে রূপ দিতে এবং ভালোবাসার মূল্য উপলব্ধি করতে। আপনার সীমাহীন ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ মমতা আমার জীবন ও সৃষ্টিশীলতার অনন্ত প্রেরণা।

এই গ্রন্থে যদি কোনো সত্যের দীপ্তি থাকে, কোনো প্রতিবাদের উচ্চারণ থাকে, কোনো ভালোবাসার উষ্ণতা কিংবা বেদনার গভীরতা থাকে—তবে তার পেছনে রয়েছে আপনার আদর্শ, আপনার শিক্ষা এবং আপনার অশেষ আশীর্বাদ।

অশেষ শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও অফুরন্ত ভালোবাসায়—

**এই কাব্যগ্রন্থটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাতা,
দেবীসম শ্রীমতী ইতি মণ্ডল-এর চরণে সশ্রদ্ধ উৎসর্গ করলাম।**



কবিতা	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা	কবিতা
শূন্য সিঁদুরের সকাল	৯	২৮	সমাজের বিচার
স্মৃতির প্রদীপ	১০	২৯	নতুন সূর্যের গান
সমাজের চোখ	১১	৩০	নিভে যাওয়া প্রদীপের আলো
সন্তানের মুখ	১২	৩১	অপূর্ণ চিঠি
অশ্রুর ভেতর শক্তি	১৩	৩২	কাঁটার পথ
শেষ কথা নয়	১৪	৩৩	বিদ্যালয়ের সকাল
শূন্য উঠোন	১৫	৩৪	নীরব কান্না
অভাবের সংসার	১৬	৩৫	আশ্রয়
মানুষের মুখোশ	১৭	৩৬	মায়ের যুদ্ধ
তোমার শিক্ষা	১৮	৩৮	সাহসের প্রদীপ
নতুন ভোরের অপেক্ষা	১৯	৩৯	সিঁদুরহীন সুর্যোদয়
অদৃশ্য সঙ্গী	২০	৪০	একা পথের যাত্রী
সমাজের পাথর	২১	৪১	সন্তানের চোখে স্বপ্ন
সন্তানের খাতা	২২	৪২	সমাজের প্রশ্ন
বর্ষার কান্না	২৩	৪৩	তোমার অসমাপ্ত স্বপ্ন
অগ্নিপথ	২৪	৪৪	সাদা শাড়ির শক্তি
অপেক্ষার শেষ প্রহর	২৫	৪৫	রাত পেরিয়ে ভোর
ভাঙা আয়না	২৬	৪৬	আমার নতুন পরিচয়
মায়ের প্রতিজ্ঞা	২৭	৪৭	শেষ কবিতা

ভূমিকা

মানুষের জীবনে এমন কিছু অধ্যায় থাকে, যা কেউ স্বেচ্ছায় বেছে নেয় না; ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তাকে সেই পথে ঠেলে দেয়। “বিধবার স্বপ্ন” তেমনই এক জীবনসংগ্রামের কাব্য, যেখানে একজন নারীর স্বামী হারানোর অসহনীয় বেদনা, সমাজের নির্মম দৃষ্টি, অর্থনৈতিক সংকট, পারিবারিক দায়িত্ব এবং মাতৃত্বের অনন্ত শক্তি এক সুতোয় গাঁথা হয়েছে।

স্বামী হারানোর সঙ্গে সঙ্গে একজন নারীর জীবনে কেবল একজন সঙ্গীর অনুপস্থিতিই নেমে আসে না; অনেক সময় ভেঙে পড়ে তার সামাজিক অবস্থান, নিরাপত্তা, স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা। সমাজের একাংশ তাকে সহানুভূতির আড়ালে করুণা করে, আবার অন্য অংশ কুসংস্কার, অবহেলা ও বৈষম্যের বেড়াজালে আবদ্ধ করতে চায়। তবুও একজন মা কখনও পরাজয় মানেন না। নিজের অশ্রু লুকিয়ে সন্তানের মুখে হাসি ফোটানোর যে অসীম শক্তি তিনি ধারণ করেন, সেই শক্তিই এই কাব্যের প্রাণ।

“বিধবার স্বপ্ন” কোনো একক নারীর গল্প নয়; এটি অসংখ্য সংগ্রামী মায়ের জীবনকথা। এটি সেইসব নারীর ইতিহাস, যারা অন্ধকারের সঙ্গে প্রতিদিন লড়াই করে সন্তানকে মানুষ করার স্বপ্ন দেখেন। সমাজের অবজ্ঞা, অর্থের অভাব, নিরাপত্তাহীনতা এবং নানামুখী প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তারা সততা, আত্মমর্যাদা ও পরিশ্রমকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলেন।

এই কাব্যের প্রতিটি কবিতায় ফুটে উঠেছে একজন বিধবা মায়ের নীরব কান্না, নিঃসঙ্গ রাত, অপমানের ক্ষত, সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনন্ত উদ্বেগ এবং অবশেষে নিজের অদম্য সাহস দিয়ে ভাগ্যকে বদলে দেওয়ার জয়ের ইতিহাস।